কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩২তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩২তম সভা গত ০৪/১২/৯৭ খ্রি. (২০-০৮-১৪০৪ বাং) তারিখ সকাল ১০-০০ ঘটিকায় ডঃ জহুরুল করিম, নির্বাহী সভাপতি, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক জনাব গোলাম আহমেদ কে অনুরোধ করেন। আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্ত নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ ১১/৫/৯৭ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ৩১তম এবং ৯/৭/৯৭ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ জরুরী সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনকরণ।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩১তম এবং বিশেষ জরুরী সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর যথাক্রমে ১৯/৬/৯৭ইং তারিখের ১০৫৯ সংখ্যক পত্র এবং ১৫/৭/৯৭ তারিখের ১২০০ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে কমিটির সদস্যদের নিকট বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীর ওপর অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া অদ্যকার সভায়ও কোন সদস্য মন্তব্য করেননি।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৩১তম এবং বিশেষ জরুরী সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ৩১তম এবং বিশেষ জরুরী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি।

ক) নোটিফাইড ফসলের প্রতিটির জন্য মাঠ মূল্যায়ন ছকপত্র ও জাত ছাড়করণ আবেদনপত্র ফরম তৈরী করে ৩১ শে আগষ্ট/৯৭ এর মধ্যে কারিগরি কমিটিতে প্রদানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটির নিকট থেকে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন পৃথক আলোচ্য বিষয়তে উপস্থাপন করা হয়েছে।

খ) আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতির সুপারিশ তৈরী করে তা ২১ শে আগষ্ট/৯৭ এর মধ্যে কারিগরি কমিটির নিকট প্রদানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটির নিকট থেকে তা পাওয়া গিয়েছে এবং আলোচ্য সভায় পৃথক আলোচ্য সূচীতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ) ছাড়কৃত ধানের জাত সমূহের রিকমেন্ডেন্ট লিষ্ট তৈরী করে ৩১শে আগষ্ট/৯৭ এর মধ্যে কারিগরি কমিটির নিকট জমাদানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন এ সভায় পৃথক আলোচ্য সূচীতে উত্থাপিত হয়েছে।

ঘ) ধানের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতির পরিমার্জিত প্রতিবেদন জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক পুনর্গঠিত রিভিউ কমিটির নিকট থেকে কারিগরি কমিটির নিকট পেশ করার কথা ছিল। অদ্যকার সভায় পুনর্গঠিত রিভিও কমিটির আহবায়কের নিকট থেকে ১০/১২/৯৭ইং তারিখে বিকাল ৩-০০ টায় পুনর্গঠিত রিভিউ কমিটির সদস্যদের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে, এই মর্মে প্রস্তাব পাওয়া যায়। বিষয়টি পৃথক আলোচ্যসুচিতে রাখা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ একটি বিষয় বাদে অন্যান্য সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সন্তোষজনক বিবেচনা করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ কারিগরি কমিটির সুপারিশ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের অগ্রগতি।

ক) প্রকৃ আলু বীজের ২টি লাইন যথা এইচ পি এস-২/৬৭ এবং এইচ পি এস-৭/৬৭ কে কারিগরি কমিটির ৩১ তম সভায় যথাক্রমে বারি টিপিএস-১ এবং বারি টিপিএস-২ নামে সারা দেশে আবাদের জন্য ছাড়করণের সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৮ তম সভায় জাত দুটি উক্ত নামে সারাদেশে আবাদের জন্য ছাড়করণ করা হয়েছে।

খ) ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত বি জি ৮৫০-২ এবং একসেশন নং ৪৩৪১ খাসকানি সারাদেশে আবাদের জন্য কারিগরি কমিটির ৩১ তম সভায় যথাক্রমে ব্রি ধান-৩৩ এবং ব্রি ধান-৩৪ নামে আমন মৌসুমে আবাদের জন্য ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৮তম সভায় উক্ত কৌলিক সারি দুটিকে যথাক্রমে ব্রি ধান ৩৩ নামে আমন মৌসুমে আগাম জাত এবং ব্রি ধান-৩৪ নামে আমন মৌসুমে সারাদেশে আবাদের জন্য ছাড় করা হয়েছে।

গ) ধান, গম, পাট, আলু এবং আখের পুনঃনির্ধারিত বীজমান ও মাঠমান সংক্রান্ত সুপারিশ বীজ উইং কর্তৃক জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য সচিবের নিকট পেশ করা হয়েছিল। সুপারিশটি জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৮তম সভার আগের দিন পেশ করা হয়েছিল বিধায় উক্ত বীজ বোর্ডের সভায় তা উত্থাপিত হয়নি। তবে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভায় উত্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি সুপারিশসমূহ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বাস্তাবায়ন অগ্রগতি কারিগরি কমিটি অবহিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ ধানের DUS (Distinctness, Uniformity and Stability) এবং VCU (Value for Cultivation and Use) পরীক্ষা পদ্ধতি।

সভায় উপস্থাপিত ধানের DUS test পদ্ধতির বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য সভাপতি মহোদয় ব্রি এর উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ তুলসী দাসকে আহবানের প্রেক্ষিতে ডঃ তুলসীদাস জানান যে এই পদ্ধতিটি অবলম্বন করা হলে জাত ছাড়করনের ৩ বৎসর বিলম্ব ঘটবেকারন, পরীক্ষাটি ৩ বৎসর চলবে এবং পদ্ধতিতে ৫৮ টি বৈশিষ্ট নিখুতভাবে পর্যবেক্ষন করার বিষয় রয়েছে। তদুপরি বীপ্রএ এ কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম কি না তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। তবে এই পদ্ধতি বিশ্বের অন্যান্য দেশে Breeder's right প্রতিষ্ঠার জন্য চালু থাকলেও বাংলাদেশে ডিইউএস টেষ্ট চালু করার মত অবস্থা বিরাজমান কিনা তা বিবেচ্য বিষয়। সভাপতি মহোদয় এই পদ্ধতির পটভূমি, জাত পরীক্ষার বর্তমান চালু পদ্ধতি এবং চালু পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ এবং ডিইউএস এর সুবিধাসমূহ ও প্রয়োজনীয়তার আলোকে মতামত প্রদানের জন্য বীপ্রএ এর পিএসসিও জনাব মনির উদ্দিন খাঁন এর বক্তব্য আহ্বান করে। সেই প্রেক্ষিতে জনাব মনির উদ্দিন খান উল্লেখ করেন যে, সংশোধিত খসড়া বীজ বিধিতে বীপ্রএ এর কার্যক্রমের আওতায় জাতের ডিইউএস পরীক্ষার দায়িত্ব বীপ্রএ এর উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে সম্প্রতি কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি প্রজ্ঞাপনেও ডিইউএস টেষ্ট করার দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর উপর অর্পণ করা হয়েছে। জাত ছাড়করণের জন্য ডিইউএস পরীক্ষা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং নতুন জাতের স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য ইহা একটি অত্যাবশকীয় পরীক্ষা। এ বিষয়ে পরিচালক (গবেষণা) বিএআরআই বলেন যে নতুন জাত সনাক্তকরণ ও Stability দেখার জন্য নতুন জাত ছাড়করন প্রক্রিয়ায় ডিইউএস পদ্ধতি থাকা দরকার। এই প্রেক্ষিতে পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন যে বীজ নীতিতে এতদবিষয়ে কোন রুপ উল্লেখ নেই এবং এই পদ্ধতির যদিও প্রয়োজন রয়েছে তবে এখন তা দেশে চালু করা সম্ভব হবে কিনা এবং এ ব্যাপারে বীপ্রএ তে দক্ষ জনশক্তি আছে কি না তা বিবেচ্য বিষয়। এ ব্যাপারে কৃষি সম্প্রাসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ আবু ইছা, বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের সাথে তাল রেখে আমাদের ও এগিয়ে আসা উচিত এবং ডিইউএস পদ্ধতিতে জাত পরীক্ষা কার্যক্রম শুরু করা দরকার বলে মতামত দেন। ইপসা এর রেক্টর জনাব প্রফেসর এ এম আশরাফুল কামাল অভিমত দেন যে, ছাড়করণের পদ্ধতিতে DUS Test থাকা উচিত। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি জনাব ডঃ মোঃ নুর হোসেন বলেন যে, জাত ছাড়করণের আবেদন ফরমে যেহেতু ব্রীডার কর্তৃক জাতের বর্ণনা দেয়া হয়ে থাকে সেহেতু বীপ্রএ এর পক্ষে পরীক্ষা করে দেখা কঠিন হবে না। এ প্রেক্ষিতে বীপ্রএ এর এসভিটি ও (SVTO) জনাব আঃ রহিম হাওলাদার সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলেন যে, বীজ প্রত্যযন এজেন্সীতে এ কার্য সম্পাদানের জন্য যে দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে তা যৌক্তিক নহে। কারন ডিইউএসটেষ্ট করার নিমিত্তে বীপ্রএ এর অন্তর্গত এসএসসিএপি প্রকল্পাধীন একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ variety testing wing রয়েছে যেখানে ইতোমধ্যে বিদেশ থেকে পাঁচজন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষন দিয়ে আনা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে একজন বিদেশী বিশেষজ্ঞও নিয়োজিত রয়েছেন এবং ডিইউএস টেষ্ট এর জন্য ১২ একর জমিসহ একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ খামার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে যেন অহেতুক বিলম্ব না হয় সেদিক বিবেচনা করে বলেন গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সময়ে আঞ্চলিক ষ্টেশন এ Regional yield trail শুরু করেন সেই সময় হতেই কিছু বীজ ডিইউএসটেষ্ট এর জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কে দেওয়া যেতে পারে। একই সাথে গবেষণা প্রতিষ্ঠান জাতের বৈশিষ্ট পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ১। নতুন জাত ছাড়করনের ক্ষেত্রে বর্তমান পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা কি, ডিইউএস টেস্ট এর প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধা কি তা আলোকপাত পূর্বক পদ্ধতির খসড়াটি কমিটির পরবর্তী সভায় পেশ করা হবে।

২। রিজিওনাল ইল্ড ট্রায়ালের সময় গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডিইউএস টেষ্ট পরিচালনার জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কে ধানের প্রয়োজনীয় বীজ সরবরাহ করবে। একই সাথে গবেষণা প্রতিষ্ঠান জাতের বৈশিষ্ট সমূহ নিজস্ব আংগিকে পর্যবেক্ষণ করবে।

৩। ভি সি ইউ (VCU) সমন্বয় (Coordianation) এর জন্য বীপ্রএ এবং ডিএই একটি ওয়ার্কসপ করবে এবং ফলাফল কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় জমা দিবে।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ পাট এবং গম এর ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতি।

সভায় পাট ও গমের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতির আলোকে সভঅর সভাপতি মহোদয় বিগত ৭ সেপ্টেম্বর/৯৭ এবং এবং অক্টোঃ/৯৭ তারিখে যথাক্রমে পাট ও গমের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতি প্রণয়নের যে ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার পার্টিসিপেন্ট লিষ্ট ও প্রসিডিংস উপস্থাপন করার জন্য পরিচালক, বীপ্রএ কে অনুরোধ জানান। এতদপ্রেক্ষিতে পরিচালক, বীপ্রএ সভাপতি বরাবর প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র উপস্থাপন করেন এবং অভিমত ব্যাক্ত করেন যে সংশ্লিষ্ট ফসলের ব্রিডারগণ এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের বিশিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়েই উক্ত পদ্ধতি দুইটি প্রণয়ন করা হয়েছে। তদুপরি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মতামত আহক্ষান করা যেতে পারে। এ প্রসংগে পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই, ডঃ এ,বি,এম

আবদুল্লাহ বলেন যে পাটের ডিইউএস পদ্ধতিটি ওয়ার্কসপ এ বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে করা হয়েছে। তা ছাড়া গম এর ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতিতেও কোন সদস্য আপত্তি উত্থাপন করেননি।

সিদ্ধান্ত ঃ পাট ও গমের ডিইউএস এর পদ্ধতি অনুমোদন করা হলো এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট প্রস্তাবিত বোরো ধান জাতের ছাড়করণ।

৬-ক বিআর ১৬৭৪-১৫-৪-১-৩-১ জে-২ (ব্রি ধান ৩৫) ঃ

ব্রি প্রস্তাবিত বি আর ১৬৭৪-১৫-৪-১-১-১ জে-২ কৌলিক সারিটি বি আর ২৬-৭-৪-১/এ আর সি ১৪৫৩৯/বি আর ৪ এর সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। চাল ছোট, মোটা এবং রং সাদা। জীবন কাল ১৫০-১৫৫ দিন। দেশের জাত মূল্যায়ন দল জাতটির ফলন সন্তোষজনক বলে উল্লেখ করেছেন। জাতটির বিশেষ গুণ বাদামী গাছ ফড়িং আক্রমন প্রতিরোধ সম্পন্ন বিধায় সভায় সদস্যগণ জাতটি ছাড় করার পক্ষে মত দেন। প্রস্তাবিত জাতটি বি আর ১৪ এর তুলনায় অধিক ফলন শীল ও উচ্চতা ১০ সেঃমিঃ কম। যে সমস্ত এলাকায় বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমন বেশী হয় সে সমস্ত এলাকায় জাতটি বিশেষ উপযোগী হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ বি আর ১৬৭৪-১৫-৪-১-৩-১ জে-২ কৌলিক সারিটি ব্রি ধান ৩৫ নামে সারা দেশে বোরো মৌসুমে আবাদের জন্য ছাড় করার সুপারিশ করা হলো।

৬-খ) আই আর ৫৪৭৯১-১৯-২-৩ (ব্রি ধান ৩৬) ঃ

আই আর ৫৪৭৯১-১৯-২-৩ কৌলিক সারিটি আই আর ৬৪ এবং আই আর ৩৫২৯৩-১২৫-৩-২-৩ কৌলিক সারির সমন্বয়ে ইরি ফিলিপাইনে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। চাল লম্বা সরু এবং রং সাদা। জীবন কাল ব্রি ধান ২৮ এর তুলনায় কম এবং কিছুটা খাটো। প্রস্তাবিত জাতটি ঠান্ডা সহ্য করতে পারে। ঠান্ডা সহ্য করার মাত্রা সম্পর্কে সভাপতি মহোদয় ব্রি এর তথ্যাদি রয়েছে কি না জানতে চাইলে ব্রি এর পরিচালক (গবেষণা) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষার ফলাফল দেখানো যাবে বলে সভাকে অবহিত করেন। দেশের স্থাপিত অঞ্চল ভিত্তিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে ব্রি ধান ২৮ এর তুলনায় সবদিক থেকে ভাল বলে তা জাত হিসাবে ছাড় করার পক্ষে মূল্যায়ন কমিটি মত দনে। এসব বিবেচনায় সদস্যগণ সভায় প্রস্তাবিত জাতের ছাড়করণের পক্ষে আলোচনা করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ স্বল্প জীবনকাল, সরু ধান ও অধিক ফলনশীল হিসাবে কৌলিক সারিটিকে ব্রি ধান ৩৬ নামে সারাদেশে বোরো মৌসুমে আবাদের জন্য ছাড় করার সুপারিশ করা হলো।

৬-গ) বি আর ৪৮৩৫-৯-৪-৯ (ব্রি ধান ৩৭) ঃ

ব্রি প্রস্তাবিত ৪৮৩৫-৯-১ কৌলিক সারিটি আই আর ১৯৬৬১-২০০ এবং আই আর ৯৮৪৬-২১৫-৩ এর মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। জাতটি স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন বলা হলেও এর জীবনকাল ব্রি ধান ২৮ এর তুলনায় ১০ দিন বেশী। বরিশাল ও যশোর অঞ্চলে ব্রি ধান ২৮ এর তুলনায় অধিক জীবনকাল বলে প্রতিয়মান হয়েছে। জাতটির কোন বিশেষ গুণ রয়েছে কি না তা দেখার জন্য বরিশাল অঞ্চলে পুনরায় ট্রায়াল করা যেতে পারে বলে সভাপতি মহোদয় অভিমত দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবিত জাতটি বরিশাল অঞ্চলে পুনরায় ট্রায়াল করে বিশেষ বৈশিষ্ট সম্পন্ন কি না তা দেখার জন্য ব্রি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬-ঘ) বি আর ৪৮৫৭-১৪-৪-৩ (ব্রি ধান ৩৮) ঃ

বি আর ৪৮৫৭-১৪-৪-৩ কৌলিক সারিটি বোরো মৌসুমে আবাদের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল। কিন্তু মাঠ মূল্যায়নের সময়ে কোন কোন এলাকায় প্রস্তাবিত জাতের মাঠে অন্য জাতের মিশ্রণ, ধান ঝরে যাওয়ার প্রবণতা ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ পরিলক্ষিত হওয়ায় সভায় সদস্যগণ পুনরায় ট্রায়ালের ব্যবস্থা করার পক্ষে মত দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বি আর ৪৮৫৭-১৪-৪-৩ কৌলিক সারিটি পুনরায় মাঠ মূল্যায়নের জন্য ট্রায়াল করা হবে।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বাংলাদেশ আনবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক উদ্ভবিত বিনা ৬-৮৪-৪-১১৫ (বিনা ধান-৪) ছাড়করণ।

বিনা ৬-৮৪-৪-১১৫ কৌলিক সারিটি বি আর ৪ একসাথে ইরাটম ৩৮ সংকরায়ন করে এফ ২ বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে উদ্ভাবন করা হয়। ধান লম্বা ও সরু। ব্রি ধান ৩১ এর তুলনায় প্রায় দুই সপ্তাহ কম সময়ে পরিপক্ক হয়। প্রস্তাবিত জাতটি আলোক সংবেদনশীল নয় বিধায় আমন মৌসুমে জুন-জুলাই মাসের যে কোন সময় বীজ বপন করলেও জীবন কাল ১৩০-১৩৫ দিনের বেশী হবে না। কিন্তু জাতীয় বীজ বোর্ডের আবেদন ফর্মে আলোক সংবেদনশীল নয় এর সপক্ষে কোন উপাত্ত বা পরীক্ষার ফলাফল দেখানো হয়নি বিধায় তা থাকা উচিত বলে সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন। এ প্রসংগে সংশ্লিষ্ট ব্রিডার বলেন যে দু'একদিনের মধ্যে এ সংক্রান্ত উপাত্ত সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি এর

নিকট সরবরাহ করা হবে। দেশের মাঠ মূল্যায়ন দল প্রস্তাবিত জাতটি আমন মৌসুমে অধিক ফলনশীল, সরু, লম্বা ধান হিসাবে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করেছেন।

সিদ্ধান্ত ঃ কৌলিক সারি বিনা ৬-৮৪-৪-১১৫ কে বিনা ধান ৪ নামে সারাদেশে আমন মৌসুমে আবাদের জন্য ছাড় করার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড এ প্রেরণ করা হবে। তৎপূর্বে বিনা প্রস্তাবিত জাতটির আলোক সংবেদনশীল নয় এই মর্মে উপাত্ত সরবরাহ করবে।

আলোচ্য বিষয়-৮ ঃ ধানের হাইব্রিড জাত মুল্যায়ন ও জাত ছাড়করণ পদ্ধতি।

ধানের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও জাত ছাড়করণ পদ্ধতির পরিমার্জিত খসড়া পুনর্গঠিত কমিটির আহক্ষায়ককে এ সভায় উপস্থাপনের জন্য বলা হয়েছিল। কমিটির আহক্ষায়ক সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি। তবে পত্রের মাধ্যমে সভাকে অবহিত করেন যে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক কো অপট করা তিনজন বেসরকারী প্রতিনিধিসহ ১০/১২/৯৭ তারিখে আলোচনায় মিলিত হয়ে তা চূড়ান্ত করা যাবে। এ প্রসংগে সভাপতি মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বিষয়টি ইতিমধ্যে বিলম্বিত হয়ে গিয়েছে। রিভিউ কমিটি এবং বেসরকারী প্রতিনিধি বৃন্দ কর্তৃক প্রস্তাবিত পদ্ধতির মধ্যে অধিকাংশ অংশে মিল রয়েছে। সুতরাং তা যথাশীঘ্র সম্ভব চূড়ান্ত হতে পারে। পুনর্গঠিত রিভিউ কমিটির আহবায়কের প্রস্তাব মতে ১০/১২/৯৭ তারিখে কমিটির সদস্যগণ সদস্য পরিচালক (শস্য) বিএআরসি এর কক্ষে আলোচনায় মিলিত হয়ে তা চূড়ান্ত করবেন। তবে অন্তত পক্ষে দুই মৌসুমে এবং সমস্ত অঞ্চলেই ট্রায়ালের ব্যবস্থা থাকা দরকার বলে সভাপতি সাহেব মতামত ব্যক্ত করেন। এ প্রসংগে উপস্থিত বেসরকারী প্রতিনিধির মতামত জানতে চাওয়া হলে সহ সভাপতি (এস এস বি) জনাব আনোয়ারুল হক এ বিষয়ে কোন আপত্তি জানাননি। সভায় প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ (এমওএ) জনাব মোঃ রেজাউল করিম জানান যে প্রতি জাতের অনুর্ধ ৩০০ কেজি করে ৫টি কোম্পানিকে এক টন হাইব্রিড ধানের বীজ আমদানীর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এ ব্যাপারে ডিএই প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ আবু ইছা দেশের নয়টি অঞ্চলের মুল্যায়ন টিমের সহযোগিতা নিয়ে মনিটরিং জোরদার করার জন্য প্রস্তাব করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক, বীপ্রএ জরুরী ভিত্তিতে আগামী ১০/১২/৯৭ তারিখে পুনর্গঠিত রিভিউ কমিটির সদস্যদের সভা সদস্য পরিচালক (শস্য) বিএআরসি এর কক্ষে আহবানের পত্র প্রেরণ করবেন। পুনর্গঠিত কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তকৃত খসড়াটি কমিটির আহক্ষায়ক পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরণ করার জন্য কারিগরি কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন।

২। সভাপতি, কারিগরি কমিটি হাইব্রিড জাতের ধান ও দেশের প্রচলিত জাতের সাথে তুলনামূলক দিক, প্যাকেটের Truthfully lebelled এর সাথে মাঠের বাস্তবতা, কৃষকের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির আলোকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ট্রায়াল মূল্যায়ন করে ডিএই এর নেতৃত্বে মনিটর করার নিমেত্তে তড়িৎ ফলাফল অবহিত করার জন্য আঞ্চলিক মুল্যায়ন দলের আহক্ষায়ক এবং মহা পরিচালক, ডিএই এর নিকট ডিও লেটার প্রদান করবেন।

৩। ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ১ জন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ১ জন, এবং বীপ্রএ এর ১ জন, মোট ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ডিএই কর্তৃক স্থাপিত ধানের হাইব্রিড জাতের ১০০টি প্রদর্শনীর কারিগরি মনিটরিং করে এর রিপোর্ট মৌসুম শেষে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডে পেশ করবেন।

আলোচ্য বিষয়-৯ ঃ মাঠ মূল্যায়ন ছকপত্র এবং জাত ছাড়করণ আবেদন পত্র।

বিগত ১৫/১/৯৭খ্রি. তারিখে কারিগরি কমিটির ৩০ তম সভায় নোটিফাইড ফসলের প্রতিটির জন্য মাঠ মূল্যায়ন ছকপত্র ও জাত ছাড়করণে আবেদণ পত্র তৈরীর সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সেই প্রেক্ষিতে গঠিত কমিটির নিকট থেকে প্রাপ্ত ধান, গম, পাট আলু ও আখের মাঠ মূল্যায়ন ছকপত্র এবং জাত ছাড়করণ আবেদনপত্র ফরম সভায় উপস্থাপিত হয়। প্রতিবেদন বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ মাঠ মূল্যায়ন ছক পত্র এবং জাত ছাড়করণ আবেদনপত্র তৈরী কমিটি কর্তৃক প্রণীত ছক ও ফরম অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-১০ ঃ আলু আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি।

কারিগরি কমিটি কর্তৃক গঠিত আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি তৈরী কমিটি এর নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন আলোচিত হয়। এ প্রসংগে সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি জনাব এম এ বাকার জানান যে, আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতির তেমন উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি সংগৃহিত নেই। এ বিষয়ে APSA (আপছা) সদস্য দেশের প্রতিনিধির নিকটও যোগাযোগ করা হয়েছিল। তদুপরি কমিটির সদস্যগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি তৈরী করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতির ওপর মতামত প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নিকট এবং বিএডিসি, বিএআরআই, ডিএই এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট আলু ও আখের বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতির খসড়া পাঠানো হবে। প্রাপ্ত মতামতের প্রেক্ষিতে আলু ও আখের প্রত্যয়ন পদ্ধতি কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় আলোচিত হবে।

আলোচ্য বিষয় -১১ ঃ ছাড়কৃত ধানের জাত সমূহের রিকমেনডেট লিষ্ট।
কারিগরি কমিটির ২৮তম সভায় ছাড়কতৃ ধানের জাতসমূহের রিকমেন্ডেট লিষ্ট তৈরীর সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

সিদ্ধান্ত ঃ "ছাড়কৃত ধানের জাতসমূহের রিকমেন্ডেট লিষ্ট তৈরী কমিটি" কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুমোদন করা হলো এবং তা জাতীয় বীজ বোর্ডে পেশ করা হবে। ছাড়কৃত ধানের রিকমেন্ডেট লিষ্টের কপি জনাব মোঃ আবদুল আউয়াল, সদস্য সচিব এনএটিসি এর নিকট প্রেরন করা হবে। পরিচালক (গবেষণা), ব্রি তা এনএটিসি সভায় উপস্থাপন করবেন।

আলোচ্য বিষয়-১২ ঃ কারিগরি কমিটিতে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য পরিবর্তন।
নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড এর লিখিত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য, অতিরিক্ত পরিচালক (গবেষণা) জনাব মোঃ রুহুল আমিন সরকারের স্থলে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রজনন) ডঃ মোঃ নুর হোসেন কে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো।

আলোচ্য বিষয় ঃ বিবিধ (১) জাতীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার/৯৮।
সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সভাকে অবহিত করেন যে বিগত ১৯৯২ সালে সর্বশেষ (তৃতীয়) বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে বীজ প্রযুক্তি/শিল্প যথেষ্ট অগ্রগতি/পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাই বিষয়টির ওপর জাতীয় সেমিনার হওয়া প্রয়োজন। সভাপতি মহোদয় এ বিষয়ে তার আগ্রহ প্রকাশ করলে অন্যান্য সদস্যগণও সম্মতি জ্ঞাপন করেন।
সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার/৯৮ অনুষ্ঠানের প্রস্তাব অনুমোদন করা হলো। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা বিএআরসি থেকে প্রদান করা হবে এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

বিবিধ-(২) বিএসআরআই আখ-২৯ এর ছাড়করণ।
বিএসআরআই এর মহা-পরিচালক জনাব শেখ মোঃ এরফান আলী বিএসআরআই আখ-২৯ আলোচ্য সভায় উত্থাপিত না হওয়ায় একটি বিশেষ সভা আহ্বান করে তা উত্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করেন। সভাপতি মহোদয় এ প্রসংগে বিশেষ সভা আহ্বান করা আপাতত সম্ভব হবে না বলে জানান। এ বিষয়ে সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি জানান যে মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মূল কপি এখনো পাওয়া যায়নি। তা পাওয়া গেলেই বিষয়টি কারিগরি কমিটির সভায় উত্থাপন করা যাবে।
সিদ্ধান্ত ঃ মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মূল কপি সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটির নিকট পৌছানোর জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তৎপর হবেন।
সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(গোলাম আহমেদ)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ জহুরুল করিম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা।